বিপন্ন সংসার

জামিল হাসান সুজন

রোদেলা দুপুর অথবা মায়াবী রাত

[জীবনমুখী একটি ধারাবাহিক উপন্যাস]

পুর্বের অংশটি পড়তে এখানে টোকা মারুন

রং আর রুপ - অপরুপ শোভা - সবই কি আছে ঐ স্বপ্নের দেশটাতে? বিদেশী ভদ্রলোকের নাম জন। সে যখন তার নিজের দেশ আর বড়ির গল্প করছিল যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল পারমিতা। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে বাড়িটার চারিধার। স্ত্রী আর ৪ বছরের একটা পুত্র নিয়ে সুখের সংসার। পুত্র অ্যাডাম দৌড়ে আসছে বাবার কোলে ওঠার জন্য। স্ত্রী জেনিফার দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে আর হাসছে। কি সুন্দর দৃশ্য!

বসে বসে এই সব ভাবছিল পারমিতা। কি সুন্দর অমায়িক ব্যবহার ঐ বিদেশী ভদ্রলোকটার! দৃষ্টিতে এতটুকু নোংরামী নেই। এক বছর ধরে বাংলাদেশে আছে। ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে বলা তার কথাগুলো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলনা পারমিতার। বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন,'আচ্ছা তোমার হাজব্যান্ড কোথায় গেল বল তো? ওর সাথে একটা কাজের ব্যাপারে আমার ডিলিংস হবে। কতগুলো কন্ডিশন তাকে জানানো দরকার।'

ইশতিয়াক এল অনেক রাতে। ওর চোখদুটো লাল। এসেই সোফায় ধপ্ করে বসে পড়লো। চুপচাপ পারমিতার দিকে তাকিয়ে রইলো। পারমিতা বললো,'কি হলো কথা বলছো না যে?' ইশতিয়াক বলে,'তোমাকে মনে হচ্ছে আজ খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে-'
'হ্যাঁ, আজ আমার খুব ভাল লাগছে?'
'কেন?'
'ঐ বিদেশী ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে আমার খুব ভাল লেগেছে'
'একেবারে প্রেমে পড়ে গেছ মনে হচ্ছে- তারপর খুব এন্জয় করলে তোমরা-'
পারমিতার চোখ মুখ শক্ত হয়ে যায় , ধীরে ধীরে বলে,'সবাইকে নিজের মত মনে কর-'
ইশতিয়াক ধমকে উঠে,'চোপ্ একদম চোপ্, তুমি মনে হচ্ছে সতী লক্ষ্মী-'
'দেখ তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছেনা, তুমি কি এখানে বসে ঝগ্ড়া করবে না খাওয়া দাওয়া করবে?'
'আগে বলতে হবে ঐ ফরেনারের সাথে কি করলে?'
'দেখ ঐ ফরেনারের কাছে তুমিই আমাকে নিয়ে গেছিলে , আমি ইচ্ছে করে যাইনি। তুমি আমাকে ফেলে কোথায় চলে গেলে- - তুমি যে উদ্দ্যেশ্যে আমাকে নিয়ে গেছিলে তা আমি জানি কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি, কাজটা তোমার হবে, শুধু কয়েকটা কন্ডিশন নিয়ে তিনি তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলেন।'

ইশতিয়াক হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বললো, 'ভাত খাবো পারমিতা।'
পারমিতা হেসে বলে,'কেন মদ খেয়ে তো পেট ভরে থাকার কথা।'
ইশতিয়াক উঠে দাঁড়ায়। পারমিতার কাছে এসে ওর গাল টিপে বলে,'আমরা সারা ইউরোপ ঘুরবো।'

পারমিতার সামনে ছবির মত বিদেশের সেই চিত্রটা ভেসে উঠে। সেই সুন্দর, সেই সৌন্দর্যের কাছে যেতে ইচ্ছে করে।

রাতে পাশাপাশি শুয়ে সেই ছবিটার কথা আর মনে হয়না। ভাসে অন্য ছবি। মফস্বল শহরের রাস্তা ঘাট, অলি গলি, তাদের বাড়ি, তার ঘর, বাবা মা আর ছোট ভাইটার মুখ। আর সেই যে নদী - শীতকালের কুয়াশার চাদরে মোড়া শীর্ণ নদী। এক ছুটে সেখানে চলে যেতে ইচ্ছে করে। চলেই সে যাবে। সে তার জীবনকে আবার নতুন করে গড়ে তুলবে। এটা হবে তার এই সমাজের বুকে বিপ্লব। কাজটা হবে অনেক কঠিন। তবু তাকে পারতে হবে। এই জীবনকে সে খুব ভালবাসে। এভাবে নষ্ট হতে দেবেনা সে - কখনও না। পাশে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ইশতিয়াককে একবার দেখে সে। ঐ লোকটাও জন্মেছে সেই মফস্বল শহরে, কিন্তু তার আর পারমিতার মাঝে হাজার মাইল ফারাক। চুপচাপ নিঃসাড় পড়ে থাকে পারমিতা- তার ঘুম আসেনা।

এক দিন সকালে একটা মেয়ে এল বাসায়। এসেই বললো,'এটা ইশতিয়াক সাহেবের বাসা না?উনি কি বাসায় আছেন? পারমিতা বলে,' না উনি তো বাসায় নেই।'
'আপনি তার কে হন?'মেয়েটাকে কেমন উদ্ধত ধরণের মেয়ে মনে হলো। পারমিতা শান্ত কণ্ঠে বলে, 'আমি উনার ওয়াইফ।'মেয়েটি যেন অবাক হয়, বলে, 'ওয়াইফ? তবে যে উনি সেদিন বললেন উনি আন ম্যারেড। আশ্চর্য!' পারমিতা ধৈর্য ধরে বলে,'আপনি কে?' মেয়েটি অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসে। তারপর বলে, 'আপনি সত্যি করে বলেন তো আপনি কি ইশতিয়াকের স্ত্রী না রক্ষিতা?' মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝিম ঝিম করে উঠে পারমিতার। অনেক কষ্টে বলে,'আপনি বের হয়ে যান।' মেয়েটি হাসে। অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসে। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি তবে আমি আবার আসবো। আমার সাথে ইশতিয়াকের গভীর সম্পর্ক আছে। ও এলে বলবেন আমার নাম ইলোরা। আমি আবার আসবো।'

দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকে পারমিতা। সন্ধ্যার পর ইশতিয়াক আসে। মুখটা হাসি হাসি। 'পারমিতা, খুব বড় একটা কাজ পেয়েছি আজ। চল আজকের দিনটা সেলিব্রেট করি। বাইরে কোথাও খেতে যায়।' পারমিতা কোন ভূমিকা না করেই বলে,'ইলোরা কে?' সামান্য চমকায় ইশতিয়াক। পারমিতা আবার বলে, আজ এসেছিল বাসায়, আবার আসবে বলেছে।' ইশতিয়াকের মুখে ছায়া পড়ে। একটু উষ্মার সাথে বলে ' কি আশ্চর্য! এখানে কেন এসেছে?'
'সেটা তো তোমার ভাল জানার কথা। কে এই মেয়ে? তোমার সাথে নাকি তার গভীর সম্পর্ক আছে?'
'বলেছে নাকি তাই? ও মাই গড্'
'আর আমি যে তোমার স্ত্রী বিশ্বাস করেনি, আমি নাকি তোমার রক্ষিতা।'
'বলেছে এসব? এর শাস্তি সে পাবে। ভুলে যাও ওসব, চল রেডি হয়ে নাও- আমরা খেতে যাব'
ম্লান হাসে পারমিতা,'তুমি কিন্তু বললেনা মেয়েটা কে?'
'পারমিতা- পারু তুমি বুঝতে পারছো না ও হচ্ছে একটা নষ্ট মেয়ে-'
'আর এইসব নষ্ট মেয়েদের সাথেই তোমার গভীর সম্পর্ক থাকে'
'কি বলছো এসব?'চিৎকার করে ধমক দিয়ে উঠে ইশতিয়াক।
'এসব কথা শুনতে খুব খারাপ লাগছে না? আচ্ছা আমাকে বিয়ে করার দরকার কি ছিল তোমার? একটা সাইন বোর্ডের জন্য?'
'তুমি কি আমার সাথে ঝগড়াই করবে?'
'না আর করবোনা। তোমার মত একটা নোংরা আর কুতসিত মনের লোকের সাথে ঝগড়া করতেও আমার রুচিতে বাধে।'
নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটে উঠে ইশতিয়াকের ঠোঁটে। পারমিতার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। 'কি বললে আবার বল-'

‘তুমি নোংরা, কুতসিত, লুচ্চা-’
প্রচন্ড একটা চড় এসে লাগে পারমিতার গালে। মাথাটা ঘুরে যায় ওর। কোন রকমে নিজেকে সামলে নেয় সে। ইশতিয়াক ঝড়ের বেগে পাশের ঘরে চলে যায়। পারমিতার চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে যায়।

অসহ্য সুন্দর একটা সকাল। কিন্তু পারমিতাকে তা স্পর্শ করেনা। এক কাপড়ে সে বের হয়ে এসেছে। তাকে ফিরে যেতে হবে তার জন্মভূমিতে তার অনেক প্রিয় বাবা মা আর ছোট ভাইটার কাছে, অনেক স্মৃতি ঘেরা সেই ছোট্ট বাড়িটাতে। সব কিছু কি তার জন্য অপেক্ষা করছে? আগের মত তাকে টেনে নেবে মায়ার বন্ধনে?

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ২৬/০৩/২০০৬